শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২য় সংখ্যা । ২০২১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

মাধাই ঘাটের

কাহিনী

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের
সঙ্কলন থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর
ভক্তমণ্ডলীর লীলাকথা

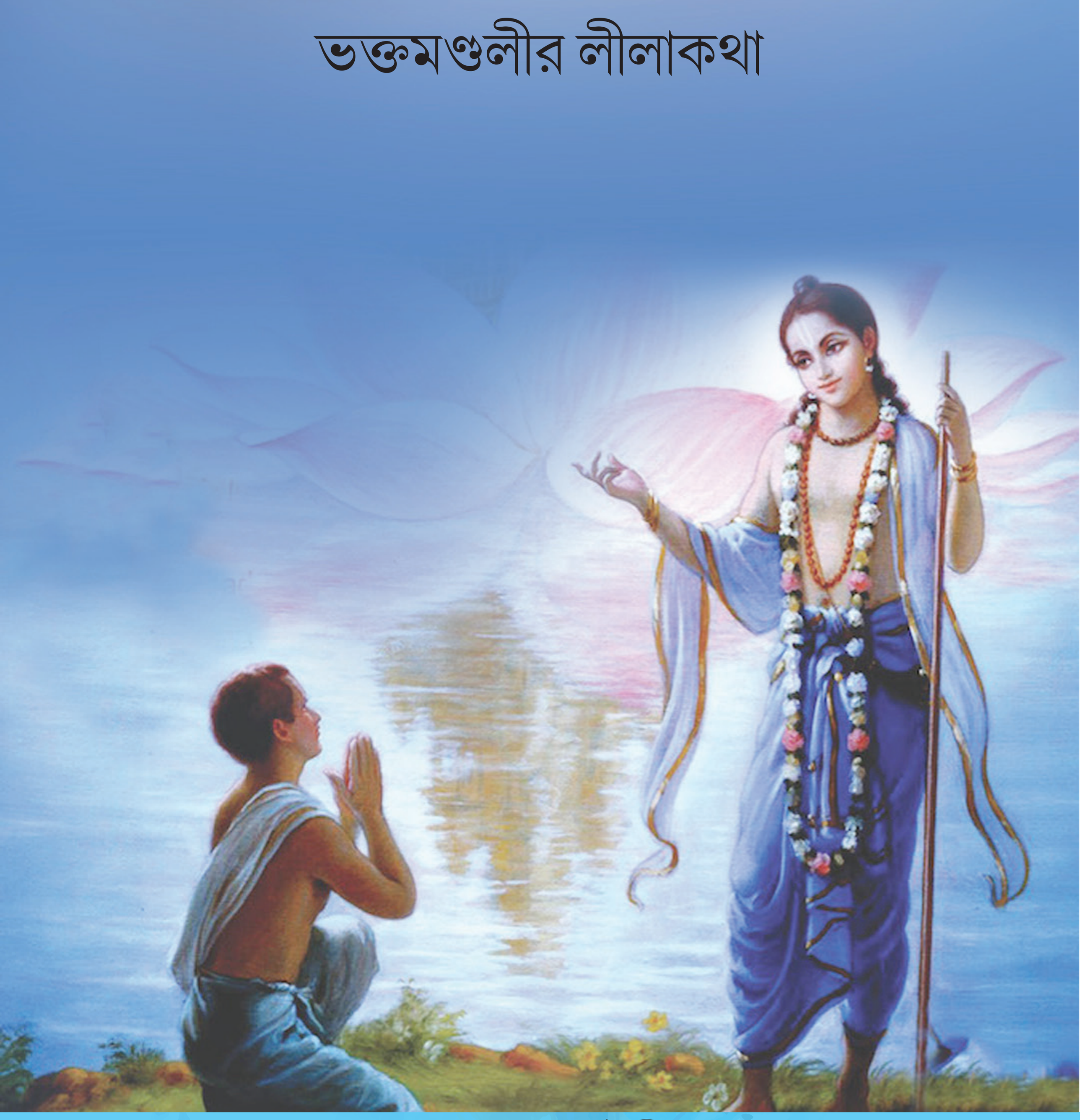

সাধারণত জগাই আর মাধাই-এর মতো লোকেরা কখনই মুনি-ঋষি বা মহান ভক্ত হয়ে উঠতে পারে না। কেবল নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তারা উদ্ধার লাভ করেছিল, পরে তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় বিধিনিয়মাদি মেনে চলত অতি কঠোরভাবে। আসলে, মাধাই সর্বদা অনুভব করত যে, সে খুবই হীন পতিত, কারণ সে-ই তো নিত্যানন্দ প্রভুকে মেরেছিল ।

একদিন সে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ কমলে প্রণত হয়ে প্রার্থনা জানাল, "আমি যে অপরাধ করেছি কি করলে তার ক্ষমা হবে, প্রভু? আমি মেরেছি আপনাকে! আমি যে নরাধম। আমি মহাপাতক। এই অপরাধের কী কোনদিন ক্ষমা হবে, প্রভু?"

নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "এটা কোন অপরাধ নয়। যদি কোন শিশু, মা কিংবা বাবার কোলে বসে বাবাকে আঘাত করে, তাতে বাবা কিছু মনে করে কী? তাতে মা কিছু মনে করে কী? তুমি হলে আমার সন্তান। সমস্ত জীব আমার সন্তান। আমি তাদের সকলকে ভালবাসি। তারা আমাকে যদিও আঘাত করে, আমি কিছু মনে করি না।"

নিত্যানন্দ প্রভু এমনই কৃপাময়। তিনি কোনও অপরাধ নেননি। তার বদলে তিনি মনে করলেন, "ওরা সবাই আমার সন্তান। আমি কেবল চাই ওরা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করে সুখী হোক আর তাদের জীবন সার্থক করুক।" মাধাই কোনমতেই নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বীকার করাতে পারল না যে, সে কোনও অপরাধ করেছে।

তখন মাধাই বলল, "কিন্তু আমি যে আপনার ওপর বিদ্বেষ করে অন্য কত জীবের প্রতি অপরাধ করেছি, প্রভু! তাই তো, সেই বিদ্বেষের ফলেই চুরি, খুনখারাপি, মেয়েদের ওপর অত্যাচার আর এমনি কত রকমের জঘন্য সব কাজ আমি যে করেছি। আপনি নিজে কোনও অপরাধ নিচ্ছেন না, কিন্তু অন্যদের ওপর আমার সেই বিদ্বেষ ভাবের ক্ষমা কেমন করে হবে?"

তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা। তুমি গঙ্গায় একটা স্নানের ঘাট বাঁধিয়ে দিতে পার, যাতে সব ভক্তরা সেখানে নাইতে (স্নান করতে) পারে। গঙ্গায় স্নান করে তারা পবিত্র হয়ে উঠবে, আর তোমার ঘাট ব্যবহার করে তোমার

সব অপরাধ তারা ক্ষমা করে দেবে–যত দোষই তুমি করে থাক আর ভক্তরা তোমাকে আশীর্বাদ করবে। তারা ভাববে, 'আহা, কী সুন্দর স্নানের ঘাট হয়েছে–এ সবই মাধাই প্রভুর জন্যেই তো হল।"

অমনি মাধাই একটা কোদাল আর বেলচা নিল, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটার কাছাকাছি জায়গায় নিজের হাতে একটা ঘাট বানিয়ে দিল।

নবদ্বীপে পাঁচটা প্রধান ঘাট ছিল, তার মধ্যে একটাকে বলা হত মাধাই ঘাট। মাধাই নিজে সেটা বৈষ্ণবজনের সেবায় বাঁধিয়ে দিয়েছিল, যেহেতু সে তাদের কাছে অপরাধ করেছিল। সেটা তৈরি করার পর, মাধাই প্রতিদিন সেখানে বসে দুই লক্ষ নাম জপ করত আর সমস্ত বৈষ্ণবদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করত।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরুমুখ পদ্মবাক্য, পৃষ্ঠা-৯

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

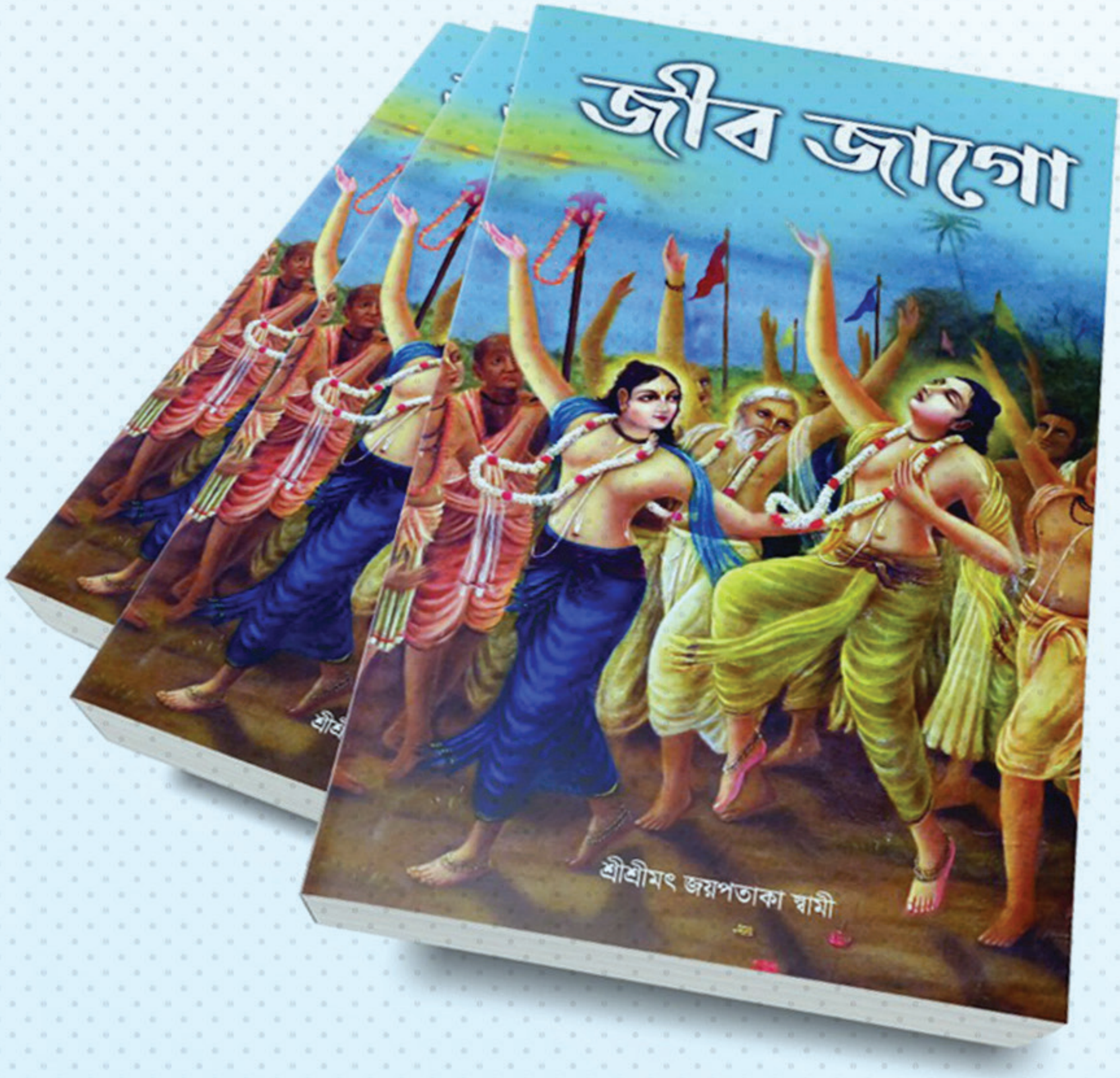

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+91 9800915553